অরণ্যে রোদন

আনিসুল হক

# একজন কবি কী করে প্রধান হয়ে উঠলেন...

বাংলাদেশের মানুষ এত ভালোবাসতে পারে একজন কবিকে! বাংলাদেশ আসলেই একটা গানের দেশ, প্রাণের দেশ, কবিতার দেশ, কবির দেশ। মনে পড়ে, শামসুর রাহমানকে একবার একটা বই উপহার দিয়েছিলাম, ক্লিনটন বি সিলির *এ পোয়েট আপার্ট*। জীবনানন্দ দাশের ওপর লেখা। শামসুর রাহমান ভালোবাসতেন জীবনানন্দ দাশকে। ওই বইয়েও ক্লিনটন বি সিলি লিখেছেন বাংলাদেশের মানুষের এই কাব্যপ্রীতির কথা। এও লিখেছেন, জানা কথাই, ১৮০০ সালের আগে তেমন করে এই দেশে যে গদ্য লেখাই হতো না। মানুষ যা কিছু লিখত তার আগে, সবই পদ্যে।

বিবিসি জরিপের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাই দেখি তিনজন কবির নাম। কবিকে এ দেশের মানুষ এত ভালোবাসে।

কী ভালোবাসাটাই না পাচ্ছেন একজন কবি, শামসুর রাহমান। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি পেয়েছিলেন, অসুস্থতার কালে পেয়েছেন আর এখন পাচ্ছেন মৃত্যুতে। কত মানুষ কাঁদছে, কত শোক আসছে চারপাশ থেকে, কত স্মৃতি, স্মরণ, শ্রদ্ধাঞ্জলি, কত ফুল, প্রচারমাধ্যমগুলো কতটা সময়/জায়গা দিচ্ছে একজন কবির জন্যে।

এসব দেখে বারবার বলতে ইচ্ছা করে সেই পুরোনো কথা, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর নোবেল পুরস্কার ভাষণে তাঁর গুরু উইলিয়াম ফকনারকে উদ্ধৃত করে যা বলেছিলেন : মানুষের পরাজয় মেনে নিতে আমি অস্বীকার করি। মানুষ অপরাজেয়, এ জন্যে নয় যে তার ভাষা আছে, এ জন্যে যে তার আত্মা আছে।

আমিও বলি, বাঙালির পরাজয় নেই, কারণ বাঙালির আত্মা আছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি, পয়লা বৈশাখ, ছাব্বিশে মার্চে আমরা টের পাই সেই আত্মার উদ্বোধনকে। কবি শামসুর রাহমানের প্রতি ভালোবাসা জানাতে গিয়েও বাঙালি পরিচয় দিল সেই অমর আত্মারই। এই জাতির পরাজয় নেই।

খ.

শামসুর রাহমানের ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে কণ্ঠশীলন একটা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেই সময় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, একজন কবি কী করে প্রধান হয়ে উঠলেন। খানিকটা মার্জনা করলে তা দাঁড়ায় :

শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতার বইটার কথা ভাবি। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে।* প্রথম বইয়ের প্রথম কবিতাটার কথাও ভাবি। আফসোস। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতায় এই কবিতাটা ঠাঁই পায়নি। এই সেই পৃথিবী সাবেকি, এই ছিল প্রথম পঙ্‌ক্তি। ল্যাজারাস পুনরুজ্জীবিত হলো, এই পুরোনো পৃথিবীর দিকে তাকাল, তারপর কী অনুভূতি হলো তার, এই হচ্ছে এই কবিতার বিষয়। ল্যাজারাস বলছে :

এই সেই পৃথিবী অপার মাটি যার এতকাল
সুপুষ্ট স্তনের মতো ফল আর ফাল্গুনের ফুল
করেছে উৎসর্গ নিত্য সন্তানের শ্রম প্রজ্ঞা প্রেমে
পূর্ণ হয়ে দীর্ণ হয়ে? এই সেই পৃথিবী সাবেকি?

কবিতাটির শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি :

আর চেয়ে দেখি মৃত্তিকায় করোটিতে জ্যোৎস্না জ্বলে
বিষণ্ন স্মৃতির মতো, দ্বিতীয় মৃত্যুর ধ্বনি ভাসে।

বিস্ময়ভরা মুগ্ধতা নিয়ে ভাবি, এই বিষয় তিনি কোথায় পেলেন? এই ভাবনা তাঁর মাথায় এল কীভাবে? দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে এই হলো ল্যাজারাসের প্রথম গান। আর কী অভিনব এই চিত্রকল্প : জ্যোৎস্না এসে পড়েছে করোটিতে, বিষণ্ন স্মৃতির মতো, দ্বিতীয় মৃত্যুর ধ্বনি আসছে ভেসে।

তখন তাঁর বয়স কত? তখন পূর্ববাংলায় কবিদের আদর্শ কে ছিলেন? কাদের কবিতা পড়া হতো তখন?

এই এক কবিতা ধরেই তো বলে ফেলা যায়, পূর্ববাংলার কবিতার আধুনিকতার দ্বারোদ্ঘাটন হলো। পঞ্চাশের দশকের কথা ভাবি। পাকিস্তান সৃষ্টির উত্তেজনা তখনো যায়নি। পাকিস্তানি সাহিত্য সৃষ্টির জোশ দেখা দিয়েছে কারও কারও মধ্যে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহর বন্দনা করেও কবিতা লেখা চলছে। কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব তখনো মিলিয়ে যাওয়ার কথা নয়। ওই সময় একজন তরুণ কবি কাকে আদর্শ করে আরম্ভ করবেন? আমরা তো জানি যে জীবনানন্দ দাশও তার শুরুর দিকের কবিতায় কাজী নজরুল

ইসলামের প্রভাব এড়াতে পারেননি। ওই সময় কারা ছিলেন কথাশিল্পী? কী ছিল তাদের রচনা!

হ্যাঁ। অগ্রজদের মধ্যে নিশ্চয়ই ছিলেন আবুল হোসেন, আহসান হাবিব, ছিলেন সৈয়দ আলী আহসানও।

সমসাময়িকদের মধ্যেও তো ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান, কিংবা হয়তো সৈয়দ শামসুল হক।

হ্যাঁ, শামসুর রাহমান কিংবা হাসান হাফিজুর রহমানের, বা বলব পঞ্চাশের কবি-লেখক-শিল্পীদের প্রধান কৃতিত্ব আধুনিকতার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত করা, আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে যুক্ত করা।

আধুনিকতা বলতে ঐতিহাসিকভাবে, সাহিত্যিকভাবে যাকে আধুনিকতা বলে, তাই, সন-তারিখ ধরে বললে ইউরোপে-আমেরিকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে শিল্পে-সাহিত্যে যে লক্ষণ পরিস্ফুট, এলিয়ট, ইয়েটস, জয়েস, লরেন্স, ফকনার আরও একটু এগিয়ে ফ্রান্স দেশে বোদলেয়ার, আর বাংলা কবিতায় বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় যেসব লক্ষণকে আমরা আধুনিকতা বলে চিনতে পারি। তাই, তার সঙ্গেই ঢাকায় পঞ্চাশের দশকে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন শামসুর রাহমানেরা।

শুধু একা যে শামসুর রাহমানের হাতে এটা ঘটল, তা হয়তো নয়; কিন্তু আজ এত দিন পর যখন তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের নাম দেখি *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*, আর প্রথম কবিতাও দেখি সেটাই, তখন মনে হয় বলি, ওইটাই, পূর্ববাংলার আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ।

২.

কিন্তু ইউরোপের যে আধুনিকতা, সেটা সেখানকার আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকেই উদ্ভূত। পূর্ববাংলার যে তৎকালীন আধুনিকতা, সেটাকে স্বদেশ-স্বকালের সঙ্গে জারিত করে নেওয়ার দরকার ছিল। একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল তখন, এই বাংলায়, আমাদের আধুনিকতাটা মিলে গেল এ দেশের মানুষের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে, বায়ান্ন সালের অভিঘাতের শ্রুতিফল হিসেবে, সহজ করে যেটা হলো পাকিস্তানি ভাবধারার বিরুদ্ধে বাঙালিত্বের জন্যে ভালোবাসা। শুরু হয়ে গেল আমাদের শেকড়ের দিকে যাত্রা। অসাম্প্রদায়িকতা, ভাষাকেন্দ্রিক ভালোবাসা, সাম্যের চেতনা, ইহজাগতিকতা—তার সঙ্গে বিশ্বকবিতা ও সাহিত্যের যোগ, এই হলো পূর্ববাংলার আধুনিকতা। এটা হয়তো চিত্রকলায় জয়নুল আর কামরুল হাসানের মধ্যেও দেখা যাবে।

শামসুর রাহমান হয়ে উঠলেন সেই ধারার মুখপাত্র।

৩.

বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যেটা পূর্ববাংলার প্রধান ঘটনা হয়ে উঠছে, তা সব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতোই মধ্যবিত্ত-নেতৃত্বাধীন। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে মধ্যবিত্তের শ্রেণীস্বার্থ কোথায়, এর সম্ভাবনা আর সীমাবদ্ধতার স্বরূপ কী—তা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, হবে, হতে পারে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে, গণযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করার আগে, প্রথম দিকে এটা ছিল প্রধানত মধ্যবিত্তের আন্দোলন। আর শামসুর রাহমান ছিলেন সেই মধ্যবিত্তের চাওয়া-পাওয়ার রূপকার। মধ্যবিত্ত যেহেতু রাজপথের আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে, দুলে উঠছে, শামসুর রাহমানও তা তুলে ধরে চলেছেন কবিতায়। শামসুর রাহমানের আসাদের শার্ট হয়ে উঠল বাঙালির চেতনার পতাকা। *বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা* বাঙালির অবিকল হৃদধ্বনি হয়ে ওঠে। আর তাঁর ওই বিখ্যাত কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি, কে যদি একটু দূর থেকে তাকিয়ে বিশ্লেষণ করি, দেখতে পাব, বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বপ্নের স্বাধীনতাই ওই কবিতাটায় চিত্রিত।

বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বাধীনতার স্বপ্ন কী ছিল? কিছুটা রোমান্টিক, অনেকটাই সাংস্কৃতিক—বলে বোঝানোর দরকার নেই, কেবল চিত্রকল্পগুলো একটু খেয়াল করে পর্যবেক্ষণ করলেই হয় :

স্বাধীনতা এখানে রবিঠাকুরের কবিতা, কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুল, একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা, পতাকাশোভিত মিছিল, ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি, গ্রাম্য মেয়ের সাঁতার, আরও অনেক কিছুর সঙ্গে খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা, খুকির তুলতুলে গাল, বাগানের ঘর, কোকিলের গান এবং সর্বোপরি যেমন ইচ্ছা লেখার কবিতার খাতা। ইস, স্বাধীনতাটা যদি সত্যি এমন চমৎকার এমন তুলতুলে হতো!

আবার ওই যে দেখুন শ্রমিকের কথা আছে, মাঝির কথা আছে। মুক্তিসেনার কথাও আছে।

স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।

স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক।

এই কবিতাটি যে আমাদের প্রিয়তম কবিতা হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ কী? যেহেতু মধ্যবিত্ত কণ্ঠস্বরই ছিল বাঙালি জাতির প্রধান কণ্ঠস্বর, মধ্যবিত্ত-নেতাই ছিলেন বাঙালির মুক্তির নেতা, তাই মধ্যবিত্তের আধুনিক কবিকণ্ঠ শামসুর রাহমানই হয়ে উঠলেন বাঙালি জতির প্রধান কবি কণ্ঠস্বর।

মধ্যবিত্ত কথাটাকে যেন আবার নেতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখি। শিল্প, সাহিত্য, কবিতা মধ্যবিত্তেরই ব্যাপার, প্রধানত। আর শামসুর রাহমানের প্রধান কবি হয়ে ওঠার ঘটনাটাকে যেন দৈব ঘটনা বলে মনে না করি। মনে রাখতে হবে, একই সময়ে অনেকেই লিখছেন, সময় আর স্বদেশ একজনের কবিতায় তাদের মুখচ্ছবি খুঁজে পেয়েছে। এটা একটা বিশাল ব্যাপার।

আবার এটাকে কেবলই যেন রাজনৈতিক ঘটনা বলে ভুল না করি। মধ্যবিত্ত যেভাবে ভাবে, তার ভণ্ডামি, তার প্রতিবাদী সৌন্দর্য, তার ভালোবাসা আর ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা, তার দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা. তার গার্হস্থ্য জীবন—সবটা মিলেই শামসুর রাহমান।

নিচের লাইনগুলো দেখুন :

মিছিলে নাদিরা ছিল আমি তাকে দেখে চটপট
মিছিলের আলো নিতে হলাম আগ্রহী, চৌরাস্তায়
সুদিনের জন্যে ব্যগ্র দিলাম শ্লোগান অবিরাম।

এই লাইনগুলোয় ব্যক্ত সুদিনের জন্যে ব্যগ্রতা সত্য, মিছিলে নেমে স্লোগান দেওয়া সত্য, কিন্তু মিছিলে যাওয়ার কারণ হিসেবে নাদিরার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাটাও মিথ্যা নয়।

তাহলে ব্যাপারটাকে আবার সাজাই।

১. শামসুর রাহমানের বা রাহমানদের হাত দিয়ে এ অঞ্চলের কবিতার আধুনিকতার শুভ উদ্বোধন হলো।
২. এই আধুনিকতায় বিশ্ব কবিতার আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত হলো দেশীয় উপাদান।
৩. ক্রমশ সেই আধুনিকতা ও দেশজতা মিলে তিনি হয়ে উঠলেন আমাদের মধ্যবিত্ত চিত্তের রূপকার।
৪. এর মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠলেন স্বদেশ ও সমকালের কণ্ঠস্বর।
৫. তিনি হয়ে উঠলেন আমাদের প্রধান কবি। সেটা সাহিত্যিক অর্থেও, সামাজিক অর্থেও।

আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা আমাদের জীবদ্দশায় আমাদের প্রধান কবিকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। একটা অভিযোগ উঠতে পারে, তিনি প্রচলিত কাব্যভাষায় লেখেন। আসলে ব্যাপার কিন্তু তা নয়। তিনি তাঁর ভাষায় লেখেন, সেটাকে তিনি তাঁর শক্তিবলে আমাদের কাব্যভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। সেটা তাঁর গৌরব। নতুন কবিরা যে তাঁকে অনুসরণ করে শুরু করে, এটা তাঁর শক্তিমত্তারই পরিচয়। মনে রাখতে হবে, *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* যখন তিনি লিখছেন, তখন সেটা কবিতার নতুনতম ভাষা, তাজাতম কণ্ঠস্বর হিসেবেই সবাইকে চমকে দিয়েছিল।

আজ তাঁর জন্মদিনে তাঁকে আন্তরিক অভিবাদন, অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

গ.

জন্মদিনে ওই শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম। আজ মৃত্যুদিনে *প্রথম আলোর* বৃহত্তর পাঠকের জন্যে এই লেখাটাই পেশ করছি। ভাবতে ভালো লাগছে, কবির জীবদ্দশাতেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছিলাম। আলাপচারিতায় শিশুর মতো সরল মনে হতো তাঁকে, অতিবিনয়ী, মৃদুভাষী। কথা বলতেন কম, শুনতে চাইতেন বেশি। আমরা, তরুণেরা, তাঁর কবিতা এখনো পড়ছি শুনলে শিশুর মতোই সমস্ত চোখে-মুখে তাঁর আলো ঝলমল করত। তাঁর অসুস্থতার দিনকটিতে তাঁর কবিতাসমগ্র বের করে পড়ছি। অসংখ্য ভালো কিন্তু কম পঠিত কবিতা আছে তাঁর, আর ভালো পঙ্‌ক্তি যে কত-শত আছে, শেষ করা যাবে না বলে। উভয় বাংলা মিলেই বাংলা কবিতার চিরকালের হাটে তিনি যে পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন, তা অমূল্য এবং শাশ্বত। তবুও বলতে হয়, তাঁর ভাষা পূর্ববঙ্গের ভাষা। পরিশীলিত, পরিশুদ্ধ, কিন্তু ঢাকাকেন্দ্রিক। এই প্রসঙ্গ ধরেই তাঁকে নিয়ে বড় গবেষণা করা যেতে পারে।

ঘ.

কী আশ্চর্য কবিতা লিখেছিলেন তিনি, মৃত্যু নিয়ে।

সেদিনও কি এমনি অক্লান্ত ঝরঝর বৃষ্টি হবে এই শহরে?
ঘিনঘিনে কাদা

জমবে গলির মোড়ে সেদিনও কি এমনি,
যেদিন থাকব পড়ে খাটে নিশ্চেতন,
নির্বিকার, মৃত?
.....
.....
যেদিন মরব আমি, সেদিন কি বার হবে, বলা মুশকিল।
শুক্রবার, বুধবার, শনিবার, নাকি রবিবার?
যেবারই হোক,
সেদিন বর্ষায় যেন না ভেজে শহর, যেন ঘিনঘিনে কাদা
না জমে গলির মোড়ে। সেদিন ভাসলে পথঘাট,
পুণ্যবান শবানুগামীরা বড় বিরক্ত হবেন।

বলেছিলেন, যেন তাঁর মৃত্যুদিনে ঝড়বৃষ্টি না হয়, যাতে শবযাত্রীরা বিরক্ত না হন।

এ রকমই ছিলেন কবি। কারও সামান্য কষ্ট হোক, অসুবিধা হোক, তিনি তা চাইতেন না। আহা, এই রকম একটা জ্যোৎস্নামোড়ানো মানুষকে শুইয়ে রাখতে হবে মাটির বিছানায়? আগস্ট সত্যিই নিষ্ঠুরতম মাস।

আনিসুল হক : কবি, লেখক ও সাংবাদিক।
anisulhoquem@yahoo.com